কবিতা

ভুলবশতই

সৈয়দ শামসুল হক

বাঁ দিকেই হৃদপিন্ড। পকেট বাঁ দিকে।
হঠাৎ পকেটে
অগাধ স্তব্ধতা ঠেলে উত্তরের হিম ঠেলে ঝাঁক-
পাখিদের-
এই জল চ্ছলছল চরে-
নিষ্করুণ রোদে পোড়া কত দীর্ঘকাল-
ডাক ভেঙে নামে।
বেজে ওঠে পকেটে কে পাখিদের সমবেত স্বরে।
হ্যালো।
কেউ কথা বলে না উত্তরে।
হৃদপিন্ড বুকের বাঁ দিকে
পাঁজরেই মুখ গুঁজে ধ্বক ধ্বক করে।
গা ধুয়ে ডানার থেকে মরা নদীটির
জল ঝেড়ে ফেলে শান্ততায় স্তব্ধতায় পাখি
ঠোঁট গুঁজে ঘুমাতে যে যায়- তখনো তো
অপেক্ষায় থাকে কেউ বুকের বাঁ দিকে।
বাঁ দিকেই হৃদপিন্ড, বাঁ দিকে পকেট।
নিচের পকেটে ছিলো একতাড়া নোট-
শীতের শীতল হাতে সব ছিনতাই।
আকাশও নক্ষত্র তার খুইয়ে ফেলেছে।
শীতে সব খোয়া যায়, নক্ষত্র কি কথার উত্তর।
শীত আজ একমাত্র প্রভু।
বরফের জামায় সন্ত্রাস।
তবু ওড়ে পাখি- ওড়ে উষ্ণতার অভিমুখে ঠোঁট।
সন্ধ্যায় নামে যে তারা- ক্লান্তিবশতই।
হঠাৎ যে ডেকে ওঠে- ভুলবশতই।
ভোরের আগেই তারা উড়ে যায় ফের।
পড়ে থাকে চর,
পড়ে থাকে সব চ্ছলছল।
পাঁজরেও- পকেটেও- হৃদয়ের অত্যন্ত গভীরে
পড়ে থাকে শূন্যতা বিস্তীর্ণ আর শূন্যতা নির্বাক॥

অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে

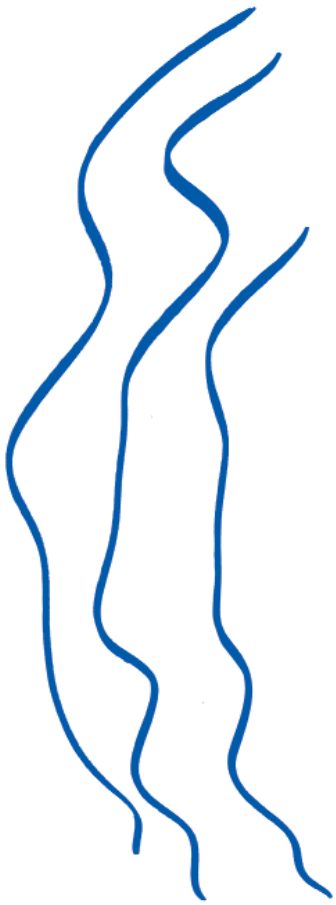

হৃদপিন্ড বুকের বাঁ দিকে
ডাক ভেঙে নামে।
এই জল চ্ছলছল চরে-
তবু ওড়ে পাখি- ওড়ে উষ্ণতার অভিমুখে ঠোঁট।
আকাশও নক্ষত্র তার খুইয়ে ফেলেছে।
অপেক্ষায় থাকে কেউ বুকের বাঁ দিকে।
অগাধ স্তব্ধতা ঠেলে উত্তরের হিম ঠেলে ঝাঁক-
পাঁজরেই পকেটেও হৃদয়ের অত্যন্ত গভীরে
নিষ্করুণ রোদে পোড়া কত দীর্ঘকাল-
পাখিদের-
নিচের পকেটে ছিলো একতাড়া নোট-
পড়ে থাকে শূন্যতা বিস্তীর্ণ আর শূন্যতা নির্বাক॥
পড়ে থাকে সব চ্ছলছল।
পড়ে থাকে চর,
বাঁ দিকেই হৃদপিন্ড, বাঁ দিকে পকেট।
বাঁ দিকেই হৃদপিন্ড। পকেট বাঁ দিকে।
বরফের জামায় সন্ত্রাস।
ঠোঁট গুঁজে ঘুমাতে যে যায়- তখনো তো
বেজে ওঠে পকেটে কে পাখিদের সমবেত স্বরে।
ভোরের আগেই তারা উড়ে যায় ফের।
কেউ কথা বলে না উত্তরে।
গা ধুয়ে ডানার থেকে মরা নদীটির
শীত আজ একমাত্র প্রভু।
শীতে সব খোয়া যায়, নক্ষত্র কি কথার উত্তর।
শীতের শীতল হাতে সব ছিনতাই।
সন্ধ্যায় নামে যে তারা- ক্লান্তিবশতই।
হঠাৎ পকেটে
হঠাৎ যে ডেকে ওঠে- ভুলবশতই।
হ্যালো।
জল ঝেড়ে ফেলে শান্ততায় স্তব্ধতায় পাখি॥

আমার শহর, প্রিয়তম শহর

শামসুর রাহমান

তোমরা আমাকে ঠেলে ঠুলে ঢের নীচে
ফেলে দিতে চাও-
বুঝতে আমার খুব বেশি মুশকিল
হয় না, যেমন বেড়ালের হাসি ফোটে অন্ধকারে!

তোমরা তো জানোই, কক্ষণো আমি কারো
বাড়া ভাতে বালি
ছিটিয়ে নিজের বগলকে ঢোল ভেবে
অতিশয় মৌজে ঘরে নর্তন করবো।

এই তো এখন বসে আছি, কেউ নেই
বলে দৃষ্টি মেলে
নীরবে আমার দিকে, সে কি অকস্মাৎ
আমাকে হত্যার জন্যে লড়ছে হঠাৎ!

না, মিথ্যা আমার মনে কালে কিছু ছায়া
আমাকে সহসা
ভড়কে দেয়ার জন্য এসে পড়ছে এবং
আমি সেই ফাঁদে দ্রুত পা দিয়ে ডুবছি!

জানালার বাইরে পুষ্পিত চাঁদ হাসি-মুখে
তাকিয়ে রয়েছে
পৃথিবী এবং এই কবির দিকেই অপরূপ বদান্যতা
ছড়িয়ে, নন্দিত এই শহরের মহিমাবর্ধনে ঐকান্তিক।

নিশিকাব্য পড়ে পুণ্যবান

নির্মলেন্দু গুণ

৪০১
তোমার দেহ-ঘড়ি ঘুরে ঘুরে,
মেঘ জমেছে অন্তঃপুরে।
আমি চাতকচোখে দেখি সজল
মেঘের আনাগোনা।

তুমি যাকে বর্জ্য বলে ভাবো,
আমি তাকে বজ্র বলি সোনা।

৪০২
বুঝি এতোক্ষণে কবিরে পড়িলো মনে?
প্রোষিত প্রেয়সী, হে সমুদ্রকূলবাসিনী–
দারচিনী বনে আমি আসিয়াছি রণে,
ফিরে যাবো বলে প্রাতঃভ্রমণে আসিনি।

৪০৩
আমার কতো কাজ, কতো কাজ, কতো কাজ!
আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা করি?
কতো কী করার আছে, কতো কী ধরার আছে!
আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি?

৪০৪
বেঁচে-থাকাটাকে এতোই প্রাধান্য দেবে,
মৃত্যুর দিক থেকে মুখটি ফিরিয়ে রেখে?
না, জীবনের পাঁকে ভুলিও না মৃত্যুকে,
সে-ই হবে শেষ বন্ধু অগ্নি মহোৎসবে।

প্রথম পুরুষ
রফিক আজাদ

আলোর সন্তান নই, জন্মাবধি আঁধার গুহায়
তিলে তিলে বেড়ে উঠে গা-গতরে অন্ধকার মেখে
স্যাঁতসেঁতে পরিপার্শ্বে বড় হয়ে নীরক্ত করবী!

আলোকিত সমন্বয় কতো দূর জানা তো ছিলো না-
নিশ্চেতন সত্তা-জুড়ে অনিশ্চিত কিম্ভূত আঁধারে
একমনে বুনে চলি অবরিত টাঙ্গাইল-শাড়ি,
শূন্যে ঝোলে যথারীতি নিরাকার অনন্ত আঁধার!

অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে গুহামুখে বিদ্যুতের বিভা!
ত্রিভুবন জুড়ে অবিশ্বাস আলোর উদ্ভাস ঘটে
নিশ্ছিদ্র নিবিড় গৃহমুখে- অনিবার্য অন্ধ গুহামুখে,
কয়লা খনির অন্ধকারে দূর মহাকাশ থেকে
বিচ্ছুরিত হতে থাকে ক্রমে অনন্ত হীরক-দ্যুতি -

সবিস্ময়ে জেগে উঠি সভ্যতার প্রথম পুরুষ।

মেঘনাঘাটে বৃষ্টি নামে
মহাদেব সাহা

মেঘনাঘাটে হঠাৎ সে দিন বৃষ্টি নেমে আসে
তোমার সাথে আমার দেখা সে দিন চৈত্রমাসে,
হয়তো দেখা হয়ইনি, তাতেই বা কী হলো
মেঘনাঘাটে বৃষ্টি নামে, হৃদয় টলোমলো;

তখন এমন হয়নি ব্রিজ, গরিব ফেরিঘাট
আমরা দুজন মেঘনাপাড়ে, তাকিয়ে দ্যাখে মাঠ,
মিছাই বলি, মাঠের এতো গরজ কিছু নাই
মেঘনাঘাটে বৃষ্টি নামে, শালবনে কি যাই?

যেতে যেতে একটুখানি খটকা লাগে মনে
এখানে কী খুঁজতে আসি আমরা দুইজনে?
কিছুই খুঁজে পাই না, তবু দুহাত ভরে যায়
মেঘনাঘাটে বৃষ্টি নামে, কে একা গান গায়?

সে গান আজো মনে পড়ে নিঝুম সন্ধ্যাবেলা
নদীর সাথে মেঘের সাথে নদীর সাথে খেলা,
বুকের মাঝে উতলে ওঠে অবুঝ চৈত্রমাস
মেঘনাঘাটে বৃষ্টি নামে, ঘুমায় আকাশ;

তোমার মতোই আমিও সে দিন দেখতে গেছি নদী
নদীর আবার দেখার কী, নদী সে তো নদীই,
তবু সেদিন হঠাৎ কেন নাচতে থাকে জল
মেঘনাঘাটে বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি অবিরল।

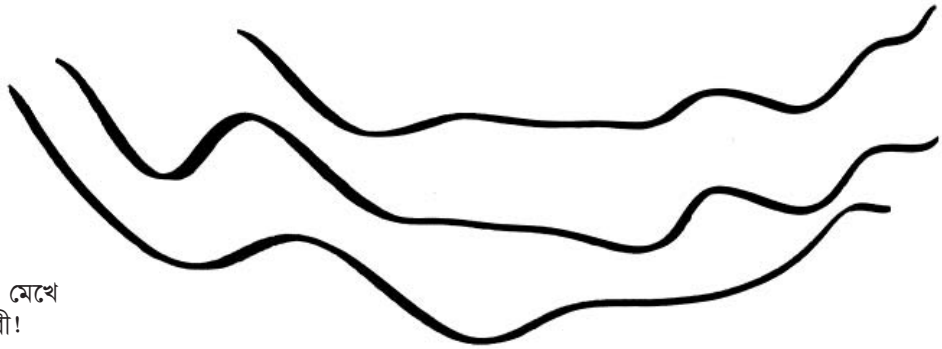

ইচ্ছে স্বপ্ন
রবিউল হুসাইন

আমার একটি ইচ্ছে ছিল-
প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক মাঝখানে
ডুব দিয়ে জলের গভীরতম তলদেশে
চলে যাওয়া
এবং সেখান থেকে আর কোনদিন
ফিরে না আসা

আমার একটি স্বপ্ন ছিল-
মেঘের ভেতর থেকে বাতাস আর
জলবিন্দুকে আলাদা করে
ওদেরকে স্বাধীনসত্তায় নিয়ে যাওয়া
এবং এমন একটা ব্যবস্থা করা
যাতে কোনদিন ওরা আবার
এক হয়ে মিশে যেতে না পারে

আমার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল-
এই যে সূর্যটা অনাদিকাল থেকে
জ্বলে পুড়ে মরছে
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিভিয়ে দেওয়া
এবং ওকে নিশ্চিত করা
যাতে আর কোনোদিন তাকে আবার
ওই জ্বলন্ত ব্রহ্মকুন্ডে নিপতিত
না হতে হয় কোনক্রমেই

আমার একটা আশা ছিল-
আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটাকে
একটু বিশ্রাম দেওয়া
আর কতো ঘুরবে মহাশূন্যে
ওকে হাত ধরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলা-
আর নয় অনেক হয়েছে আর কতকাল
এবং আস্তে-ধীরে আদরে-স্নেহে
পাশের ব্রহ্মগ্রামে নিয়ে গিয়ে
তাকে চিরদিনের জন্য পুনর্বাসিত করা

আর সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করা
জীবনে যে কোন ব্যাপারে
আমি এরপরেও কোনাদিন
ইচ্ছে স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা আর আশা না করি।

অক্টোবর-নভেম্বর
মারুফ রায়হান

সারস জুটির মতো শোভাময় এই দুটি মাস
একদা ঝাপ্টাতো ডানা, উড়ে উড়ে সাজাতো আকাশ

পাশাপাশি জন্মমাসে স্বপ্নস্রষ্টা স্নিগ্ধ দুটি দিন
প্রেমের ব্রহ্মাণ্ড চিরে রুয়েছিল ঋদ্ধ কিছু ঋণ

দুটি দিবসের বিজলিতে স্পৃষ্ট বাকি ত্রিশ দিন
কবিকে মিনতি করে, বলে, নব শব্দ জন্ম দিন

সুরের সৃজনভূমি, কবিতার নির্জন আবাস
কোথায় আবার, দুটি হৃদয়ের মাখামাখি মাস

বছর গড়িয়ে মাস আসে, মাস যায়, অক্টোবর
হতে আজ শতাব্দীসমান ব্যবধানে নভেম্বর

দুজনার জন্মদিন জড়িয়েছে মরণ-জরিতে
জ্বলন্ত তারার মতো দুটি দিন নিভেছে নিভৃতে

ফিবছর তবু আসে রিক্ত অক্টোবর-নভেম্বর
পুরনো সমাধিপুষ্পে ঢেকে যায় নতুন কবর॥

নদীর জমা খরচ
সেলিম মাহমুদ

খাতা খুললেই ভাঁজের দু'দিকে পড়ে থাকে
অবহেলা আর অনাদর।

কবে কার কোন বৃষ্টিতে ভিজেছি
তার বিবরণে ঠাসা খাতা
পাটিগণিতের মুদ্রা ছেড়ে
নৌকার বাদাম তুলে
তরতর পাড়ি দেয়
শত গজ পাড়-দূরত্বের নদী।

মাঝি হে! সাবধান! নদী যেন
নাও না ডুবায়!

নদীর কিছু জমা-খরচ আছে;
তার বিবরণ পাতায় পাতায়।

নীল সন্ত্রাস
আবু মাসুম

ক্লান্তির ডানায় ভেসে ভেসে
কেটে গেলো তিরিশ বৈশাখ
কখনো বলেনি কেউ ভালোবেসে
ভালোবাসি এই নাও শুভ্র আকাশ।

এখন পুরোপুরি ডানাহীন ডলফিন
জল ছেড়ে ডাঙায় বসবাস,
এভাবেই কেটে যায় উড়ুক্কু দিন...
সবুজ বাগানে ভয়াবহ নীল সন্ত্রাস!